একটি সফল সমবায় সমিতির নাম

অপরাজিতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

ভুমিকাঃ

নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য নিরসণ তথা নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার কারণে সমিতিটি সফল সমিতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এলাকার নারী সমাজের নিরাপদ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, উৎপাদনমূখী প্রযুক্তি ব্যবহারে কর্ম দক্ষতা অর্জন ও প্রয়োগে সহায়তা,নারী-পুরুষের সমতা আনয়নে অত্র সমিতি বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। অপরাজিতা মহিলা সমবায় সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১ জন, শেয়ার মূলধন ২৩,০০০/- টাকা, সঞ্চয় জমা প্রায় ১,০০,০০০/-টাকা, কার্যকরী মূলধন ১,৫০,০০০/- টাকা। সমিতির উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে শহরের বর্জ্য (গোবর, আবর্জনা, ইত্যাদি) ব্যবহার করে জৈবসার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ; সেলাই মেশিন ব্যবহার করে কাপড় সেলাই ও বাজারজাতকরণ; কেঁচোসার উৎপাদন ও বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় জৈবপদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাসঃ

অপরাজিতা মহিলা সমবায় সমিতির বর্তমান সম্পাদক কল্যাণী রাণী বিশ্বাস মূলত একজন গৃহিণী, মানবিক অধিকার ও সুযোগ বঞ্চিত নারী উন্নয়নে আগ্রহী, সংস্কৃতিমনা নিবেদিত সংগঠক। সরকারের নারী উন্নয়ন উদ্যোগসহ বহুমাত্রিক কার্যক্রম সম্বলিত কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগঠক কল্যাণী রাণী বিশ্বাস এলাকার আর্থিক সংগতিহীণ পরিবারের নারীদের উন্নয়নকল্পে সমবায় অধিদপ্তরের মাগুরা সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জনাব বিরাজ মোহন কুন্ডু-এর সাথে পরামর্শ করেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও যথাযথ পরামর্শে সমবায়ের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশলে উজ্জীবিত সমমনা মোট ২০জন নারী সদস্য নিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ০৮/০৩/২০১৭খ্রি. তারিখে নিবন্ধিত হয় অপরাজিতা সমবায় সমিতি।

সমিতি গঠনে মূল চ্যালেঞ্জ ছিল- সদস্যদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে সদস্য শেয়ার ক্রয় এবং নিয়মিত সঞ্চয় জামাদানের মাধ্যমে পুঁজি গঠন। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে সমিতি'র অগ্রযাত্রায় উপজেলা সমবায় কার্যালয়,মাগুরা সদর,মাগুরা এবং জেলা সমবায় কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন।

কর্ম এলাকার পিছিয়ে পড়া বা পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মূল অংশটিই হচ্ছে নারী। কর্ম এলাকার আর্থিক সংগতিহীণ বা দারিদ্র্যদের কষাঘাতে জরজড়িতপরিবারগুলোর সদস্য বিশেষ করে নারী সদস্যগণ সাধারণত নিরক্ষর ও অসচেতন। আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীণতার কারণে এসকল পরিবারে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বাল্য-বিবাহ, যৌতুক ও অধিক সন্তান ধারণ, কন্যাশিশুর প্রতি অবজ্ঞা, শিশু শিক্ষার অভাব, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা, সামান্য কারণে তালাক প্রদান প্রথা এখানকার সমাজে চালু রয়েছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

জেলা সমবায় কার্যালয়,মাগুরা থেকে বিগত ২৯/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখে নিবন্ধন নম্বর ৮মূলে ২০জন নারী সদস্যদের নিয়ে অপরাজিতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম শুরু হয়। সমিতির নিবন্ধিত ঠিকানা গ্রাম- চেঙ্গারডাঙ্গা, ডাকঘর- বেরইল পলিতা, উপজেলা- মাগুরা সদর, জেলা- মাগুরা। সমিতির কর্ম এলাকা এবং সদস্য নির্বাচনী এলাকা মাগুরা সদর উপজেলাব্যাপি। সমিতির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো-

- **এলাকারমহিলাসদস্যদেরআর্থ-সামাজিকঅবস্থারউন্নয়ন।**
- **সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তাকরা।**
- **দারিদ্র্যবিমোচন নিমিত্ত সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যেকোন কার্যক্রম গ্রহণ।**
- **মহিলা ও শিশুর উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার দিয়ে সমিতির কার্যকরী মূলধন হতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক স্কুল প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন, মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য হস্ত ও কুঠির শিল্প সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।**

- **নিজস্ব মূলধনের মাধ্যমে সমিতির ব্যবহারের জন্য জমি ক্রয়/ দীর্ঘমেয়াদি জমি বন্দোবস্ত ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (সমিতির সাংগঠনিক সভার সিদ্ধান্তক্রমে হবে)।**

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূমিকাঃ

অপরাজিতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নারীর ক্ষমতায়ন সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ ও ভূমিকা পালন করছে।

ক) নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নঃ

২০জন সদস্য নিয়ে সমিতির কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪১ জন। সমিতির সদস্যরা নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত প্রদানের মাধ্যমে তাদের মূলধন বৃদ্ধি করছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, কর্মী এবং সাধারণ সদস্যগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে লাভজনক প্রকল্প চিহ্নিতকরণ এবং বাজেটসহ প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের প্রক্রিয়া চলমান আছে। সমিতি'র সদস্যদেরকে চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত সংগ্রহপূর্বক আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করা এবং প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং তা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা। তাদের উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে- শহরের বর্জ্য (গোবর, আবর্জনা, ইত্যাদি) ব্যবহার করে জৈবসার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ; সেলাই মেশিন ব্যবহার করে কাপড় সেলাই ও বাজারজাতকরণ, কেঁচোসার উৎপাদন ও বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় জৈবপদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন। নারী সদস্যের দ্বারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি এবং পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে অবদান রাখার ফলে অর্থনৈতিকভাবে তারা উপকৃত হয়েছে।

খ) নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নঃ

অপরাজিতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যগণ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে সদস্যদের সমাজ, দেশ ও জাতিগঠনে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সরকারী বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করে আসছে। গর্ভবতী মহিলাদের সাস্থ্য সচেতনতা জন্ম নিয়ন্ত্রন, স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিং রোধ, সামাজিক কুসংস্কার দূরিকরণে সমিতিটি গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

গ) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও একটি দীর্ঘ মেয়াদি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার ফল। অপরাজিতা মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যগণ তাদের গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নিয়মিত মাসিক সভা,বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান ও যথাসময়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন সম্পর্কে ধারনা লাভ করে। সমিতির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৬/১২/২০১৮খ্রি. তারিখে। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা-৬জন।

ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	নির্বাচনের তারিখ
১)	জনাব কনিকা মূখার্জি	সভাপতি	২৬/১২/২০১৮খ্রিঃ
২)	জনাব ছবি রাণী চক্রবর্তী	সহ-সভাপতি	২৬/১২/২০১৮খ্রিঃ
৩)	জনাব কল্যানী রাণী বিশ্বাস	সম্পাদক	২৬/১২/২০১৮খ্রিঃ
৪)	জনাব ইতি রাণী চক্রবর্তী	কোষাধ্যক্ষ	২৬/১২/২০১৮খ্রিঃ
৫)	জনাব কনিকা রাণী বিশ্বাস	সদস্য	২৬/১২/২০১৮খ্রিঃ
৬)	জনাব লিপিকা কুরী	সদস্য	২৬/১২/২০১৮খ্রিঃ

উক্ত কমিটির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ১৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখঃ **২৫/০১/২০২০খ্রি.।** সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলে সদস্যদের মাঝে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক চেতনা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে। সদস্যদের মাঝে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে প্রার্থী নির্বাচনে ও ভোটদানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সদস্যগণ সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলীয় সদস্যভূক্ত নয়, তবে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে এবং নারী অধিকার সংরক্ষণে পৌর কমিশনার ও মেয়র পদপ্রার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সমস্যা অনুধাবন করাতে সক্ষম হয়েছেন, যা সদস্যগণ নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি হিসেবে দেখছেন।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ

সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অডিট সম্পাদিত হয়েছে। সমিতির রেকর্ডপত্র হাল নাগাদ লিপিবদ্ধকরণ ও উহা নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয়। নিট লাভের উপর বিধি মোতাবেক ধায়কৃত অডিট ফি এবং নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) পরিশোধ করা হয়। সমিতির ১টি লোগো এবং সমিতির অফিসে ডিজিটাল সাইনবোর্ড। সমিতির ধারাবাহিকতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণে সমবায় আইন, ২০০১ (সংশোধন ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর সংশ্লিষ্ট ধারা প্রতিপালনের ফলে সমিতিতে গতিশীলতা বিদ্যমান।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়,উক্ত সমবায় সমিতির সফলতায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন: প্রশিক্ষনার্থীদের ব্লক বাটিক, হস্তশিল্প এবং সেলাই প্রশিক্ষণ। সমিতির সদস্যদের জন্য চাহিদা-ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ,বিনিয়োগ এবং বাস্তবায়নকালীণ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করা হলে সদস্যরা আরও উন্নতিসাধন করবে।

উপসংহারঃ

“আমরা নারী, আমরাও পারি’’ শ্লোগানে উজ্জীবিত অপরাজিতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করে উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করে।দক্ষ জনশক্তি/নাগরিক সৃষ্টির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দরিদ্র নারীদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী-পুরুষের সমতা উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকহীণ সমাজ গঠন, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কাজ করে চলেছে।

সংযোজনীঃ ছবিতে সমিতির উদ্যোগের খন্ডচিত্র-

চিত্র-০১ : সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের চিত্র।

চিত্র-০২: সমিতির সদস্যদের ব্লক-বাটিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র।

চিত্র-০৩: সমিতির সদস্যদের সেলাই ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র।

চিত্র-০৪ : সমিতির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক শাড়ীতে নঁকশা তোলার (কারচুপি/বুটিকস) চিত্র।